তারিখ 25 FEB 2015
পৃষ্ঠা ০১ কলাম ০২

যুগান্তর

জায়েজ হচ্ছে মাউশি'র সেই নিয়োগ বাণিজ্য!

যুগান্তর রিপোর্ট

মাউশি (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের গঠিত অবৈধ কমিটির নিয়োগ কার্যক্রম জায়েজ হতে চলেছে। নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগে ২০ মাস আগে এই দফতরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর প্রায় ২ হাজার কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই নির্দেশনাকে পুঁজি করে পূর্বের অবৈধ কমিটির কার্যক্রম বহাল রাখা হচ্ছে। অবৈধ কমিটির লিখিত পরীক্ষা বহাল রেখে এখন শুধু মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এত বড় প্যাকেজের নিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য জোরেসোরে তোড়জোড় চলছে। চাকরিপ্রার্থী ভুক্তভোগীদের অভিযোগ ও নিয়োগ কমিটিসহ মাউশির কয়েকজন কর্মকর্তার বক্তব্যে এমন তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তারা বলছেন, এভাবে নিয়োগ সম্পন্ন করা হলে এর দায় ডিজিসহ মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী মহলের কেউ এড়াতে পারবেন না।

» বহাল থাকছে ডিজির অবৈধ উপ-কমিটির কার্যক্রম

» তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গায়েব

২০১২ সালের মার্চে ১ হাজার ৯৬৫ জন কর্মচারী নিয়োগের জন্য এই দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। যার লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৫

বাণিজ্য : নিয়োগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০১৩ সালের জুন মাসে প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠায় শিক্ষামন্ত্রী সে সময় তা স্থগিত করে দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, পুনরায় নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করতে নির্দেশনা পাওয়ার পর গত ২২ ডিসেম্বর মাউশিতে এই নিয়োগ কমিটির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় নিয়োগের ব্যাপারে এর আগে যে পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে তারপর থেকেই কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ গৃহীত লিখিত পরীক্ষা বহাল থাকছে। এ পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিতর্কিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বহাল রাখার কথা বলা নেই।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ওই সভার সভাপতি ও মাউশির সাবেক পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) অধ্যাপক আতাউর রহমান মঙ্গলবার বিকালে মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, 'পুনরায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পাওয়ার পর আমরা কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া যেখানে স্থগিত করা হয়েছিল সেখান থেকে কার্যক্রম শুরু হবে। অর্থাৎ, লিখিত পরীক্ষা আর নেয়া হবে না।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অভিযোগের কারণেই প্রক্রিয়া স্থগিত করে তদন্ত হয়েছিল। তদন্ত রিপোর্টে কী আছে আমি জানি না। আমার কাছে রিপোর্ট আসেনি। তবে আমি মনে করি, তদন্তে কিছু পায়নি বিধায় দ্রুত কাজ শেষ করতে বলেছে মন্ত্রণালয়।'

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, মাউশির কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার অপব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের সুবিধামতো নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছেন। এ কারণে এই অস্বচ্ছ ও প্রশ্নবোধক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে খোদ কমিটির সদস্যরাও নাখোশ। এমনকি কমিটিতে থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে দায় এড়াতে অনেকেই এই প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকছেন। এ কথার প্রমাণ মেলে নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব ও মাউশির উপপরিচালক (প্রশাসন) শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকীর বক্তব্যে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, 'আমি শুধু এ কমিটিতে আছি। কিন্তু কী হচ্ছে তা আমি জানি না। আমি এর ভেতরে ঢুকি না। তাই এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। আপনি আহ্বায়কের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

জানা গেছে, ২০১৩ সালের জুনে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পরপরই তড়িঘড়ি তার ফলপ্রকাশের উদ্যোগ নেয় মাউশি। এর মধ্যেই অভিযোগ ওঠে একটি অবৈধ উপ-কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেখানে লিখিত কোনো প্রমাণ না থাকলেও প্রতিটি পদের বিপরীতে কমপক্ষে ৪ লাখ থেকে শুরু করে ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। মাউশির সংশ্লিষ্ট একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এসব অর্থ সংগ্রহ ও ভাগবাটোয়ারা করা হয়। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মঙ্গলবার মাউশি এবং মন্ত্রণালয়ের দু'জন পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, 'আরে ভাই আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে এসব ফাঁস করে দেব? আমি জানলেও কিছু বলব না। ঘুষের টাকার কোনো প্রমাণ হয়? হয় না। কেননা, যার ঘুষ দেন তারা তো চাকরির জন্য টাকা দিয়েছেন। তাই কিছুই ফাঁস হবে না। চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর এ সারির কেউ যদি কোনো কারণে চাকরি না পেয়ে থাকেন তাহলে মুখ খুললেও খুলতে পারেন। তবে এই নিয়োগ নিয়ে যে, মোটা অংকের বাণিজ্য হয়েছে শিক্ষা ভবনের একজন সাধারণ কর্মচারীও জানে। সবার মুখে মুখে। কিন্তু সাংবাদিকদের কাছে কেউ মুখ খুলবেন না।'

এদিকে সূত্র জানায়, নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়ার পর নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন নথি জব্দ করে মন্ত্রণালয়। পরে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়মের সন্ধানও পেয়ে যায়। এতে মাউশির শীর্ষ কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়টিও উঠে আসে। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারেনি। তদন্ত রিপোর্টসহ এ সংক্রান্ত ফাইল মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে রহস্যজনক কারণে গায়েব হয়ে যায়। অবাক হলেও সত্য ওই রিপোর্ট নিয়ে কেউ কোনো উচ্চবাচ্যও করেনি।

মঙ্গলবার এ বিষয়ে কথা বলতে মাউশিতে গিয়ে জানা যায়, মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন কক্সবাজারে অবস্থান করছেন। এরপর তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের যে চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মাউশি পুনরায় নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছে তার কোথাও ইতিপূর্বে নেয়া নিয়োগ পরীক্ষা বহাল রাখার কথা বলা হয়নি। গত ১৩ নভেম্বর মাউশির মহাপরিচালককে দেয়া 'মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ' শীর্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে, 'বর্ণিত নিয়োগ কার্যক্রম বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হল। আইটি (তথ্যপ্রযুক্তি) বিষয়ক দক্ষতা প্রয়োজন এমন পদের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার সময় আইটি বিষয়ক দক্ষতা যাচাই করার জন্যও অনুরোধ করা হল। এ নিয়োগ যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।'

এ চিঠির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাইলে নিয়োগ কমিটির বর্তমান সভাপতি এবং মাউশি নতুন পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেয়েই আমরা কাজ শুরু করেছি। পরীক্ষা তো হয়েই গেছে। এরপর থেকে আমরা কাজ করছি। এখন মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।'

শিক্ষা মন্ত্রনণালয় সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ৯ মার্চ এক হাজার ৯৬৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর নিয়োগের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। ২০১৩ সালের জুন মাসে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরেরই ২৮ জুন লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বড় অংকের বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠায় শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে তা স্থগিত রাখা হয়। কারণ, নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে একটি উপ-কমিটি গঠন করে মাউশি, যারা মূলত নিয়োগ কমিটিকে পাশ কাটিয়ে সব কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। এই উপ-কমিটির সদস্য ছিলেন মাউশির কর্মকর্তা মোর্শেদুল হাসান, আবদুল কুদ্দুস শিকদার এবং ওসমান ভূঁইয়াসহ চারজন। এর মধ্যে দু'জন কর্মকর্তাকে জোর করেই এই কমিটিতে ঢোকানো হয়েছে বলে তারা একাধিকবার দাবি করেন।

সূত্র জানিয়েছে, গত বছরের ১৮ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপর এক আদেশে আলোচিত উক্ত উপ-কমিটি বাতিল করা হয়। তবে নাম প্রকাশ না করে মাউশির মাধ্যমিক শাখার সাবেক একজন উপপরিচালক জানান, আলোচিত উপ-কমিটি বাতিল হলেও তাদের তৎপরতা বাতিল হয়নি। তাদের প্রভাব ঠিকই রয়ে গেছে। যে কারণে মূল কমিটিকে কাজ করতে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

উল্লেখ্য, এই নিয়োগ কমিটির আহ্বায়ক মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)। সদস্য সচিব উপপরিচালক (প্রশাসন) শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী। এছাড়া শিক্ষা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সরকারি কর্মকমিশন-পিএসসি থেকে একজন করে সদস্য রয়েছেন কমিটিতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরই নিয়োগ কমিটি গত বছরের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চারটি মিটিং করে। কিন্তু তিনটি সভা করার পর কমিটি সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে পড়ে যায়। কারণ অবৈধ উপ-কমিটির হস্তক্ষেপেই লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। যেহেতু অবৈধ উপ-কমিটি বাতিল হয়েছে তাই তাদের কার্যক্রমও বাতিল হওয়ার কথা। কারণ এই উপ-কমিটির বিরুদ্ধেই ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এ পরিস্থিতিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আবার প্রথম থেকে শুরু হবে, না যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হবে— এ বিষয়ে (নিয়োগ) কমিটি গত ৯ ডিসেম্বর মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে মৌখিকভাবে জানতে চায়। এরপর মাউশির মহাপরিচালক কমিটিকে মৌখিকভাবে জানায়, যেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছিল সেখান থেকেই শুরু করতে বলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই সিদ্ধান্তের পরই ২২ ডিসেম্বর চতুর্থ সভায় মিলিত হয় কমিটি। পরীক্ষা বহাল রাখার বিষয়ে মহাপরিচালকের এই মৌখিক নির্দেশনার কথা এ সংক্রান্ত নিয়োগ কমিটির কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংকট ও নিয়োগাদেশ : জানা গেছে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মোট এক হাজার ৯৬৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। এগুলো হচ্ছে— প্রদর্শক (পদার্থ) ৯২ জন, প্রদর্শক (রসায়ন) ৯৫ জন, প্রদর্শক (প্রাণিবিদ্যা) ৬৬ জন, প্রদর্শক (উদ্ভিদবিদ্যা) ৪৬ জন, প্রদর্শক (ভূগোল) ১০ জন, প্রদর্শক (মৃত্তিকাবিজ্ঞান) ২ জন, প্রদর্শক (সঙ্গীত) ১ জন, প্রদর্শক (গার্হস্থ্য) ৩ জন, শরীরচর্চার শিক্ষক ৭৬ জন, গবেষণা সহকারী ৯ জন, সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম-ক্যাটালগার ৬৪ জন, সাঁটলিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর ২ জন, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৪ জন, উচ্চমান সহকারী ৭১ জন, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১৮৯ জন, স্টোর কিপার/ক্যাশিয়ার ১৩ জন, হিসাব সহকারী ৪৩ জন, ক্যাশিয়ার ৩৯ জন, স্টোর কিপার ৩৩ জন, মেকানিক-কাম ইলেকট্রিশিয়ান ৩১ জন, বুক স্টার ২৯ জন, এমএলএসএস ৯৫৮ জন, সুইপার ৮৯ জন। এসব পদের বিপরীতে আবেদন করেছিল প্রায় এক লাখ ৭৬ হাজার প্রার্থী। এ লক্ষ্যে উচ্চমান সহকারী পদে ২০১৩ সালের ১৪ জুন ৩৯টি কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। অন্যান্য পদেও ওই বছরের ২১ জুন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গত বছরের ২৮ জুন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের কথা ছিল, যা নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিত করেন শিক্ষামন্ত্রী।

সারা দেশের স্কুল-কলেজে শূন্য পদ পূরণে এ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিগত দুই বছরে আরও অনেক কর্মচারী অবসরে গেছেন। এই অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে থাকায় সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ শিক্ষা বিভাগে কর্মচারী সংকট দিনদিন বাড়ছে।

আরও অভিযোগ : এদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে, মাউশিতে কর্মচারী নিয়োগের কেলেংকারী এখানেই শেষ নয়। সর্বশেষ ২০ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন কর্মসূচির (সেসিপ) অধীনে একটি নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হয়। মাউশিরই একটি কমিটি নেয় এই পরীক্ষা। কিন্তু এই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে বলা হয়, পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ পরীক্ষার শুরুর আগেই অনেকে এসএমএসে প্রশ্ন পেয়ে যান। যে কারণে সাধারণ প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছেন। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সেসিপের যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক রতন রায়। তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা অসম্ভব।